সংসার সুখের ঠিকানা

সংসার সুখের ঠিকানা

শাইখ জুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি

অনুবাদ

আবু মিদফা সাইফুল ইসলাম

উস্তায : জামিয়া মুহাম্মাদিয়া শামসুল উলুম মাদরাসা
হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা

চেতনা
প্রকাশন

বই : সংসার সুখের ঠিকানা
মূল : শাইখ জুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি
অনুবাদ : আবু মিদফা সাইফুল ইসলাম
প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৩
প্রকাশনা : ৩৮
প্রকাশক : চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক : মাকতাবাতুল আমজাদ, মোবাইল : ০১৭১২-৯৪৭৬৫৩
অনলাইন পরিবেশক : উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

মূল্য : ২৬৪.০০৳

Songsar Sukher Thikana by Shaikh Zulfiqar Ahmad Naqshbandi.
Translated by Abu Midfa Saiful Islam
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657; 01303-855 225

ISBN : 978-984-98011-3-9

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১

ইসলাম ও দাম্পত্যজীবন ১৭

ইসলামে দাম্পত্যজীবনের গুরুত্ব ১৮

বিবাহ দ্বীনের অর্ধেক ২০

নবীদের সুন্নতসমূহ ২০

হাদিসের দৃষ্টিতে অবিবাহিত ব্যক্তি ২১

একটি ভুল চিন্তা ২১

বিবাহের গুরুত্ব ২২

ব্যভিচার ও বিবাহের মাঝে পার্থক্য ২৩

বিবাহের সংবাদ প্রচার করা ২৪

মসজিদে বিবাহের ফায়দা ২৫

সর্বাধিক বরকতময় বিবাহ ২৫

সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ২৬

পাত্রী নির্বাচন ২৭

লাভ ম্যারেজ নয়, বরং লাভ আফটার ম্যারেজ ২৮

বিবাহের ক্ষেত্রে মানুষ যে চারটি বিষয় লক্ষ রাখে ২৮

নেক নিয়তের ওপর বরকত লাভ ৩১

আদর্শ স্ত্রীর চারটি বৈশিষ্ট্য ৩২

স্বামীর সংসারের হেফাজত ৩২

সন্তানদের ওপর মায়ের প্রভাব পড়ে বেশি ৩৩
পুণ্যবতী স্ত্রীর চারটি নিদর্শন ৩৩
এখানে চারটি নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে ৩৪
সর্বোত্তম স্বামী ৩৫
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও কুরআনি দৃষ্টান্ত ৩৫
স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের পোশাক বলার কারণ ৩৬
বিবাহের উদ্দেশ্য ৩৭
তাহলে শান্তিময় জীবন কীভাবে লাভ হবে? ৩৮
সুখময় দাম্পত্যজীবনের চাবিকাঠি ৪০
সুখময় দাম্পত্যজীবন লাভে স্বামীর ভূমিকা ৪৬
স্ত্রীদের তিনটি প্রধান প্রয়োজন ৪৬
স্বামীদের দশটি মারাত্মক ভুল ৫০
নেককার ব্যক্তিরাও এই ভুলের শিকার ৫৩
জীবিকা উপার্জনের জন্য স্ত্রী থেকে দূরে থাকা ৫৫
স্বামীদের জন্য কিছু দিগনির্দেশনা ৬১
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংশোধনের পদ্ধতি ৬৫
স্ত্রীদের প্রতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ ৬৯
দ্বীনদারদের ব্যাপারে কিছু কথা ৭০
পর্দাহীনতার অশুভ পরিণতি ৭৫
স্ত্রীকে দ্বীন পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা স্বামীর দায়িত্ব ৭৭
স্বামী-স্ত্রীর ক্রোধ শয়তানকে খুশি করে ৭৯
পাবলিক ট্রেন ও এক্সপ্রেস ট্রেন ৮১
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোনো হার-জিৎ নেই ৮৩
আদর্শ পরিবার গঠনে স্বামীর আরও কিছু কর্তব্য ৮৫
তিন জিনিসের মাধ্যমে অন্তরে প্রশান্তি আসে ৮৫
এশার নামাজের পর তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার অভ্যাস করুন ৮৭
সুন্নত ছেড়ে দেওয়ার পরিণতি ৮৭
সুন্নত ও মুস্তাহাব বিষয়গুলোকে হালকা মনে না করা ৮৯
বর্তমানের উদাসীনদের অবস্থা ৯০
তাহাজ্জুদের ফজিলত ৯০

রাতের নামাজ মুমিনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ৯২
বাচ্চাদের মাঝেও এই অভ্যাস গড়ে তুলুন ৯৩
ফজরের পর ঘুমানোর কুফলসমূহ ৯৩
বাচ্চাদের সামনে ঝগড়াঝাঁটি পরিহার করুন ৯৪
মান্য করার মাঝেই কল্যাণ ৯৫
পরিবারের সদস্যদের সার্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা ৯৬
বউ-শাশুড়ির দ্বন্দ্ব ৯৮
এক নারীর ঘটনা ৯৯
শাশুড়ির করণীয় ১০০
এক অত্যাচারী শাশুড়ির বর্ণনা ১০২
পুরুষের দায়িত্ব ১০৩
ঘরে সাধারণ গাম্ভীর্য ও শালীনতা বজায় রাখা ১০৪
ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ুন ১০৪
ক্ষমা করার ফলাফল ১০৫
আমাদের ধৈর্য যদি এমন হতো ১০৬
ধৈর্যের বরকত ১০৬
১০টি নির্বুদ্ধিতা ১০৭
নিজের চাহিদা বৈধ পন্থায় পূরণ করুন ১০৮
স্ত্রীকে কিছু হাতখরচ দিন ১০৯
স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা ১১০
স্ত্রীর ব্যাপারে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসিয়ত ১১১
আমার শাইখ মুরশিদে আলম রহ.-এর আমল ১১২
ভুলের ক্ষতিপূরণ ১১৩
নারীজীবনের তিনটি অধ্যায় ১১৪
উত্তম স্ত্রীর চার গুণ ১১৪
নারীদের কর্তা না বানানোর দুটি কারণ ১১৫
সুন্দর চেহারা নাকি উত্তম আখলাক ১১৭
স্বামীর আনুগত্যে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন ১১৮
স্ত্রীদের জন্য কিছু দিগনির্দেশনা ১১৮
স্বামীর মন জয় করার পদ্ধতি ১৩০

নারী পুরুষের জন্য এক উত্তম উপঢৌকন..... ১৩০
উত্তম পুরুষ কে?..... ১৩১
বিবাহ ছাড়া জীবন অসম্পূর্ণ..... ১৩১
বিবাহ একটি শক্তিশালী চুক্তি..... ১৩১
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুঃখকষ্টের ভাগিদার..... ১৩২
চক্ষু শীতলকারী স্ত্রীর জন্য প্রার্থনা..... ১৩৩
স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য প্রশান্তির কারণ হওয়া..... ১৩৪
একজন কল্যাণকামী স্বামী কর্তৃক নিজ স্ত্রীর প্রতি উপদেশ..... ১৩৪
একজন স্বামী তার স্ত্রী থেকে কী চায়?..... ১৩৬
স্বামীর মন জয় করবে যেভাবে..... ১৩৮
স্ত্রী সম্মানজনক সম্বোধনে স্বামীর সাথে কথা বলবে..... ১৪১
নারী হবে ধৈর্যশীল ও কষ্টসহিষ্ণু..... ১৪১
ভুল স্বীকার করার মাঝে রয়েছে সম্মান এবং চুপ থাকার মাঝেই নিরাপত্তা..১৪২
অল্পেতুষ্টির গুণ অর্জন..... ১৪২
স্বামীকে সঙ্গ দেওয়া..... ১৪৩
বানিয়ে বানিয়ে কথা বলার অভ্যাস ত্যাগ করা..... ১৪৩
স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা..... ১৪৪
স্বামীর সামনে উৎফুল্ল থাকা..... ১৪৫
স্বামীর মন কেন বদলে যায়..... ১৪৫
স্বামীর উদাসীনতার চিকিৎসা করবে স্ত্রী নিজে..... ১৪৬
সময়-সুযোগ বুঝে উপযুক্ত স্থানে সঠিক কথা বলতে পারা..... ১৪৭
স্বামীকে আকৃষ্ট করার কিছু পদ্ধতি..... ১৪৮
জান্নাতি নারী ও স্বামীর আনুগত্য..... ১৫০
কে সেই জান্নাতি নারী?..... ১৫১
জান্নাতি নারীর তিনটি নিদর্শন..... ১৫১
জান্নাতি নারীর প্রথম নিদর্শন স্বামীর অনুরাগিণী হওয়া..... ১৫২
নিজেকে মেপে দেখুন..... ১৫২
জান্নাতি নারীদের দ্বিতীয় নিদর্শন সন্তান প্রসবকারী..... ১৫৩
সন্তান গ্রহণ..... ১৫৪
গর্ভবতী নারীর প্রতিদান..... ১৫৪

জান্নাতি নারীর তৃতীয় নিদর্শন স্বামীর মন জয় করা ১৫৫
স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে ঘুমিয়ে পড়া নারীর ওপর ফেরেশতাদের অভিশাপ .. ১৫৫
নারীদের জন্য জান্নাতে যাওয়া সহজ ১৫৭
স্বামীর আনুগত্যের দরুন সিদ্দিকিনদের মর্যাদা ১৫৮
স্বামীকে অনুগত করার পদ্ধতি ১৬০
স্বামীর সন্তুষ্টিতে জান্নাত লাভ ১৬১
স্বামীর খেদমতের আশ্চর্যজনক ঘটনা ১৬১
নারীদের জন্য আরও কিছু সুসংবাদ ১৬৩
তিক্ত বাস্তবতা ১৬৪

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد المرسل بشيرا و نذيرا للعالمين، و على آله و صحبه و من دعا بدعوته إلى يوم الدين و بعد.

শরিয়তের মূলকথা হচ্ছে হুকুক আদায় করা। আল্লাহর হক আদায় করা। আল্লাহর কিতাবের হক আদায় করা। তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হক আদায় করা। বান্দার হক আদায় করা। ইসলামি শরিয়তে এভাবেই পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকের হক বর্ণনা করা হয়েছে। সন্তানকে তার পিতামাতার হক সম্পর্কে জানানো হয়েছে। পিতামাতাকে সন্তানের হক সম্পর্কে জানানো হয়েছে। মালিকের নিকট শ্রমিকের হক বর্ণনা করেছে। শ্রমিককে মালিকের হক সম্পর্কে জানানো হয়েছে। বড়কে ছোটদের হক সম্পর্কে বলা হয়েছে। ছোটকে বড়দের হক সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। শাসককে জানানো হয়েছে শাসিতের হক এবং প্রজাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে শাসকের অধিকার। অনুরূপভাবে ইসলামি শরিয়ত স্বামীকে জানিয়েছে স্ত্রীর হক সম্পর্কে এবং স্ত্রীকে সতর্ক করেছে স্বামীর হক সম্পর্কে। অতঃপর প্রত্যেকের ওপর অন্যের হক আদায় করাকে আবশ্যক করে দিয়েছে। সাথে সাথে হক আদায়ের প্রতিদানস্বরূপ পুরস্কার এবং অন্যের হক নষ্ট করার পরিণতিতে শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। মূলত এর মাধ্যমে ইসলামি শরিয়ত মানুষের গোটা জীবনকে পারস্পরিক হক আদায়ের এক চক্রে আবদ্ধ করে দিয়েছে। অতঃপর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জবানে আল্লাহ তাআলা মানুষদের জানিয়ে দিয়েছেন,

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

জেনে রেখো! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[১]

এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, সকল পারস্পরিক ক্ষেত্রে শরিয়ত উভয় পক্ষকে নসিহত দিয়েছে। একদিকে মালিককে বলা হচ্ছে শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক বুঝিয়ে দাও। অপরদিকে শ্রমিককে বলা হচ্ছে মালিকের কাজে ফাঁকি দিয়ো না এবং মালিকের সাথে খেয়ানত করো না। প্রজাদের জানানো হয়েছে যে, শাসক হচ্ছে জমিনের বুকে আল্লাহর ছায়া এবং যে পৃথিবীতে আল্লাহর মনোনীত শাসককে অপমান করল, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাকে লাঞ্ছিত করবেন। আবার শাসককে বলা হয়েছে, তার অধীনস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে তার থেকে হিসাব নেওয়া হবে। সুতরাং শাসক যেন তার শাসিতের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। পিতামাতাকে বলা হয়েছে সন্তানসন্ততি তাদের নিকট আল্লাহর দেওয়া আমানত। আর সন্তানকে বলা হয়েছে পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। শুধু তাই নয়, বরং মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত ঘোষণা করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রীর বেলায়ও শরিয়ত উভয় পক্ষকে উপদেশ দিয়েছে। স্ত্রীর কাছে রাখা হয়েছে স্বামীর ভালো হওয়ার সনদ।

ইরশাদ হচ্ছে,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

তোমাদের মাঝে সেই সবচেয়ে ভালো যে তার পরিবারের নিকট সবচেয়ে বেশি ভালো। আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের সবার চেয়ে বেশি ভালো।[২]

অপরদিকে স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাকে স্বামীর ওপর আবশ্যক করে দিয়েছে এবং স্ত্রীর সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

---

১. *সহিহ বুখারি*: ৭১৩৮
২. *সুনানুত তিরমিজি*: ৩৮৯৫

আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।[৫]

সাথে সাথে স্ত্রীদের জন্য স্বামীর আনুগত্যকে আবশ্যক করেছে। স্বামীর অবাধ্য হতে বারণ করে দিয়েছে এবং এ কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার পরে যদি কাউকে সেজদা (সম্মানসূচক) করার অনুমতি দেওয়া হতো তাহলে স্ত্রীকে বলা হতো তার স্বামীকে সেজদা করার জন্য।

মোটকথা, সকল পারস্পরিক স্থানে শরিয়ত এভাবেই উভয় পক্ষকে নসিহত করেছে। একজনকে অপরজনের অধিকার সম্পর্কে জানিয়েছে এবং বারবার নানাভাবে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি উৎসাহিত করেছে। কোথাও পুরস্কারের ঘোষণা এসেছে, আবার কখনো শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে কেউ কারও হক নষ্ট না করে। এটা শরিয়তের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। এটাই শরিয়তের মূলনীতি। তাই এ বিষয়টাকে খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

বর্তমান সময়ে পরিবারগুলোতে খুব ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়াবিবাদ লেগেই থাকছে। অথচ দাম্পত্যজীবন নিয়ে না কোনো আলোচনা আছে, আর না পারিবারিক বিষয়গুলো নিয়ে কারও কোনো চিন্তা আছে। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। কোথাও সংসার টিকে থাকলেও শান্তির সন্ধান পাচ্ছে না কেউ। স্বামী-স্ত্রী দুজন যেন বিবাহ নামক একটা সম্পর্কের বোঝা বইয়ে বেড়াচ্ছে। পরিবারগুলো থেকে রহমত-বরকত, সুখশান্তি সব বিদায় নিয়েছে। সন্তানরা পাচ্ছে না উপযুক্ত পরিচর্যা ও সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ। কোথাও সংসারই টিকছে না। কোথাও সংসার টিকে থাকলেও সুখ আসছে না।

ঠিক এমনই এক মুহূর্তে আমাদের সকলের পরিচিত ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট বুজুর্গ ও পির হজরত মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি হাফিজাহুল্লাহ এই স্পর্শকাতর বিষয়ে উম্মতের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করেছেন। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ও দরদি আবেদনে সংসারজীবনের বিভিন্ন বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। দাম্পত্যজীবনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে বড় উপকারী ও মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে প্রদানকৃত হজরতের বিভিন্ন বয়ান থেকে বাছাইকৃত

---

৫. সুরা নিসা : ১৯

বক্তৃতা সংকলনের বাংলা অনুবাদ। যেহেতু আলোচনাগুলো বয়ান থেকে সংগৃহীত, তাই অনেক ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘায়ত হতে হতে কিছুটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে। আবার অনেক জায়গায় কোনো বিষয়ে সংক্ষেপে দুয়েক কথা বলার পরই আলোচনা অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। সেজন্য বাংলা ভাষায় বই আকারে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে আমি এখানে অতিরিক্ত কিছু কাজ করেছি। হজরতের আলোচনা ও শিরোনাম অবলম্বনে অবস্থার প্রেক্ষিতে কোথাও দীর্ঘ আলোচনাকে সংক্ষেপে গুছিয়ে উপস্থাপন করেছি। আবার কোনো জায়গায় অবস্থার প্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যকে আরও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণসহ কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। এই ধারাবাহিকতায় অনেক জায়গায় নিজ জীবনের জানাশোনা ও অভিজ্ঞতা থেকেও অনেক কথা উঠে এসেছে। এই পদক্ষেপ পাঠকের জন্য আলোচনাকে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করে তুলবে বলে আমি আশাবাদী। সচেতন পাঠকমাত্রই বিষয়টি বুঝতে পারবেন। বক্তৃতায় সাধারণত হাদিস ও নুসুসসমূহের উদ্ধৃতি থাকে না। অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি নুসুসের উদ্ধৃতি সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছি। আশা করি এর দ্বারা আলোচনার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

মূল বইয়ে প্রবেশের পূর্বে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যেখানে স্বামীদেরকে যদি স্ত্রীদের হক সম্পর্কে বলা হয়, তখন স্বামী মনে করে এই ব্যক্তি বুঝি নারীবাদী চিন্তা লালন করে। আবার স্ত্রীদেরকে স্বামীদের হক সম্পর্কে বলতে গেলে স্ত্রীরা মনে করে, এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সবসময় শুধু নারীদের ওপরই জুলুম করা হয়। সকল দায়িত্ব বুঝি শুধু নারীদেরই। জানি না কেন, কিন্তু বর্তমানে নারীদের মাঝে এই চিন্তার খুব চর্চা দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত নারীদেরকে স্বামীর হক সম্পর্কে কিছু একটা বললেই তারা মনে করে যে, এগুলো হচ্ছে পুরুষদের স্বেচ্ছাচারিতা। ইসলাম এমন একপাক্ষিক কথা বলেনি। স্বামীর হক-সংবলিত স্পষ্ট কোনো আয়াত বা হাদিস শোনানো হলেও তারা মনে করে, এখানে আয়াত ও হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। অথচ একইসাথে একটি আয়াত বা হাদিসে দুই ধরনের বক্তব্য থাকা সম্ভব না। হ্যাঁ, ভিন্ন ভিন্নভাবে স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা আয়াত ও হাদিসে প্রত্যেকের করণীয় সম্পর্কে জানানো হয়েছে এবং অপরজনের হক সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। পৃথক পৃথকভাবে যথাস্থানে সেই আলোচনা বিদ্যমান আছে। এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু একইসাথে একটি বাক্যে বা একটি আয়াতে তো

উভয় পক্ষ সম্পর্কে আলোচনা থাকবে না। এটা সম্ভবও না। তা ছাড়া ওপরে আমরা আলোচনা করেছি যে, শরিয়তের নিয়মই হচ্ছে শরিয়ত প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে এবং অপরজনের হক আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এখন স্বামীকে স্ত্রীর হক সম্পর্কে বললে বা স্ত্রীকে স্বামীর হক সম্পর্কে বললে প্রত্যেকেই যদি এটাকে বাড়াবাড়ি মনে করে বা ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এমন ধারণা করে, তাহলে কীভাবে হবে? এটা তো শরিয়তের মূলনীতির সাথে বিরোধিতার নামান্তর এবং ইসলামের শিক্ষাকে অস্বীকার করার শামিল। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে পাঠক উভয় ধরনের আলোচনাই পাবেন। স্বাভাবিকভাবেই কোনো অধ্যায়ে স্বামীকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। স্ত্রীর হক সম্পর্কে বোঝানো হয়েছে। আবার অন্য অধ্যায়ে স্ত্রীকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। স্বামীর আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এখন স্বামীদের আলোচনাগুলো পড়ে পুরুষেরা যদি রেগে যায় বা স্ত্রীদের আলোচনা পড়ে নারীরা আন্দোলন শুরু করে, তাহলে সেটা নিছক বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, এ ধরনের বই পড়ে বা আলোচনা শুনে স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকে নিজেকে পরিবর্তন করার পরিবর্তে উলটো নিজের সঙ্গীকে সেই আঙ্গিকে মাপতে থাকে। স্বামী মনে করে অমুক অমুক বইতে কত সুন্দরভাবে স্ত্রীর করণীয়গুলো বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কই আমার স্ত্রীর মাঝে তো সেগুলোর কিছুই নেই। এভাবে সে স্ত্রীর বিচার করতে থাকে আর নিজের করণীয় থেকে উদাসীন থাকে। আবার স্ত্রী মনে করে স্বামীর কত দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। কই আমার স্বামী তো সেগুলোর কোনোটাই পালন করে না। এভাবে স্বামীর বিচার করতে করতে নিজের অবাধ্যতাকে বৈধতা দিয়ে দেয়। অথচ উচিত ছিল অন্যকে না মেপে নিজেকে সংশোধন করা।

বস্তুত এ কারণেই আজকে কোথাও শান্তি নেই। সবাই শুধু নিজের অধিকার ভোগের জন্য মরিয়া। কেউ অন্যের হক আদায় করতে চায় না। নিজ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে না। অথচ এসব উপদেশ ও এ সম্পর্কিত বইপত্র দ্বারা কখনো এটা উদ্দেশ্য নয় যে, একজন অপরজনকে তার দায়িত্ব দ্বারা মাপতে থাকবে। বরং কুরআন-হাদিসে যত জায়গায় পরস্পরের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সেখানেও এই সুযোগ নেই যে, উক্ত আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করে একজন অপরজনের ওপর হুজ্জতবাজি করবে এবং নিজের উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতাকে বৈধ প্রমাণ করবে। কেননা প্রত্যেককে তার

দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে, অধিকার সম্পর্কে নয়। এই হিসাব দিতে হবে যে, নিজের দায়িত্ব কতটুকু আদায় করেছে। কতটুকু অধিকার ভোগ করেছে সেই হিসাব চাওয়া হবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের বিষয়গুলো সঠিকভাবে বোঝার ও আমল করার তাওফিক দান করুন। এই গ্রন্থকে সকলের জন্য উপকারী বানান। এর দ্বারা যদি একটা পরিবারও সুখের সন্ধান পায় তাহলেও এই মেহনতকে সার্থক মনে করব। আল্লাহ কবুল করুন। ভুলত্রুটিগুলো মাফ করে দিন। আমিন।

وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم

আবু মিদফা সাইফুল ইসলাম

১৫/০২/২০২৩ খ্রি.

ইসলাম ও দাম্পত্যজীবন

প্রতিটি জিনিস জোড়া জোড়া।

আল্লাহ তাআলা প্রতিটি জিনিসকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে,

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি প্রতিটি জিনিস জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন।[১]

সুতরাং মানুষের মধ্যে নারী ও পুরুষকে আল্লাহ তাআলা একজনকে অপরজনের জোড়া বানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা যখন হজরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করেন, তখন তিনি জান্নাতে একাকী ছিলেন। যদিও তিনি জান্নাতের নেয়ামতসমূহের মাঝে ছিলেন, কিন্তু তার একাকিত্ব অনুভব হচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা তার একাকিত্ব ঘুচানোর জন্য এবং তার অন্তরের প্রশান্তির জন্য আম্মাজান হজরত হাওয়া আ.-কে সৃষ্টি করেন। এতে হজরত আদম আ.-এর জীবনে এক নতুন বসন্তের আগমন ঘটে এবং দুজনে আনন্দের সাথে জান্নাতে থাকেন। এ থেকে বোঝা গেল যে, নারী তথা জোড়া ছাড়া জান্নাতের মতো জায়গাতেও পুরুষের জীবন অপূর্ণ থেকে যায়। নারী-পুরুষের যুগল পরস্পরের স্বস্তি ও প্রশান্তির জন্য যেমন জরুরি, তেমনই মানুষের বংশবিস্তার ও দুনিয়ার বুকে মানবজাতির স্থায়িত্বের জন্যও জরুরি।

শরিয়ত অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর একত্র হওয়া আল্লাহ তাআলার নিকট ইবাদত হিসাবে গণ্য। দ্বীন-ইসলামের সৌন্দর্য তো দেখুন, মানুষের নিজের মনোবাসনা পূরণ করার মাঝেও আল্লাহ তাআলা তার জন্য নেকি ও পুরস্কার দান করেন।

---

১. সুরা ইয়াসিন : ৩৬

ইসলামে দাম্পত্যজীবনের গুরুত্ব

ইসলাম স্বভাবজাত ধর্ম। ইসলাম মানুষকে নীরস জীবনযাপনের নির্দেশ দেয়নি। বরং ইসলাম মানুষকে এমন জীবনযাপনের নির্দেশ দেয়, যেখানে সে সামাজিক ও সাংসারিক দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করবে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا رُهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ.

ইসলামে কোনো বৈরাগ্য নেই।[৫]

ইসলাম মানুষকে এই শিক্ষা দেয় না যে, মানুষ ঘরসংসার ছেড়ে দিয়ে বনজঙ্গলে পড়ে থাকবে। বরং ইসলাম তো সামাজিক জীবনযাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। এ কারণেই ইসলামে বৈবাহিক জীবনের প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

তিনজন সাহাবি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর স্ত্রীদের নিকট এলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জানার পর তাদের একজন বলল, আমি সারাজীবন রাতভর সালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সবসময় রোজা রাখব এবং কখনো ছাড়ব না। তৃতীয়জন বলল, আমি নারীর সংস্রব ত্যাগ করব, কখনো বিয়ে করব না। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট এসে বললেন, "তোমরা কি ওইসব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং আমি তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি অনুগত; অথচ আমি রোজা পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি ও নিদ্রাও যাই এবং আমি নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারা আমার উম্মতভুক্ত নয়।"[৬]

বোঝা গেল, ইসলামে বৈরাগী জীবনের চেয়ে বৈবাহিক জীবনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই কুরআন মাজিদেও বিয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

৫. *মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক* : ১৫৮৬০; *কিতাবুল মানাসিক* : ২৮৭

৬. *সহিহ বুখারি* : ৫০৬৩; *সহিহ মুসলিম* : ১৪০১

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের বিবাহ সম্পাদন করো এবং তোমাদের গোলাম ও বাঁদিদের মধ্যে যারা বিবাহের উপযুক্ত, তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।[৭]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾

নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও, দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা করো যে, তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতে (ক্ষান্ত থাকো)।[৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ.

বিবাহ করা আমার সুন্নত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নত অনুযায়ী আমল করে না সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ করো, কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সামনে গর্ব করব।[৯]

---

৭. সুরা নুর : ৩২
৮. সুরা নিসা : ৩
৯. *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৮৪৬; *সুনানু আবি দাউদ* : ১৩৬৯

বিবাহ দ্বীনের অর্ধেক

মানুষের জীবনে বিবাহের গুরুত্ব এত বেশি যে, হাদিস শরিফে বিবাহকে দ্বীনের অর্ধেক বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ شَطْرَ دِيْنِهِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِيْ.

> যে ব্যক্তি বিবাহ করল সে তার অর্ধ দ্বীনকে হেফাজত করে নিল। সুতরাং বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।[১০]

নবীদের সুন্নতসমূহ

তিরমিজি শরিফের একটি বর্ণনায় চারটি জিনিসকে নবীদের সুন্নত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা :

১. লজ্জা : অর্থাৎ সমস্ত নবী লজ্জাশীল ছিলেন।

২. সুগন্ধি ব্যবহার : অর্থাৎ সকল নবী সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

৩. মিসওয়াক করা : অর্থাৎ নবীদের সবাই মিসওয়াক করেছেন।

৪. বিবাহ করা : অর্থাৎ সকল নবী-রাসুল বৈবাহিক জীবন ইখতেয়ার করেছেন।[১১]

পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾

> বস্তুত আপনার আগেও আমি বহু রাসুল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়েছি।[১২]

এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, সমস্ত নবী মানবজাতির নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর মহান দায়িত্ব পালনের জন্য দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছেন। তারা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক করিয়ে দিতেন। কিন্তু এর মাঝেও তারা বৈবাহিক জীবন অতিবাহিত করেছেন। স্ত্রী-সন্তান তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব আদায়ের পথে বাধা হতে পারেনি।

---

১০. আল-মুজামুল আওসাত : ৭৬৪৭; আল-ইলালুল মুতানাহিয়া : ১০০৫

১১. সুনানুত তিরমিজি : ১০৮০; মুসনাদে আহমাদ : ২৩৫৮১

১২. সুরা রাদ : ৩৮

হাদিসের দৃষ্টিতে অবিবাহিত ব্যক্তি

যে যুবক-যুবতীর বিয়ে হয়নি হাদিস শরিফে তাকে মিসকিন বলা হয়েছে। এমনকি তার যদি ধনসম্পদ থাকে তবুও তাকে মিসকিন বলা হয়েছে।[১৫] কেমন যেন এরূপ যুবক-যুবতীর প্রতি দয়া আসা উচিত যে, এই বয়সে এসেও সে বৈবাহিক জীবন থেকে বঞ্চিত রয়েছে। সচ্ছলতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করা ব্যক্তিকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হজরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, একবার আক্কাফ ইবনে বিশর তামিমি নামের এক ব্যক্তি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলো। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, হে আক্কাফ, তোমার কি স্ত্রী রয়েছে? সে জবাব দিলো, না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোনো দাসী আছে কি? সে বলল, না (দাসীও নেই)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অথচ তুমি তো সচ্ছল। সে বলল, হ্যাঁ, যদিও আমি সচ্ছল। তখন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাই।[১৬]

বাস্তবিকই অবিবাহিত যুবক শয়তানের প্রধান টার্গেটে পরিণত হয়। যুবকদের কোনো না কোনো গুনাহে লিপ্ত করার জন্য শয়তান প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে। যদি কোনোভাবে গুনাহ থেকে বেঁচেও যায়, অন্তরের গুনাহ ও শয়তানি ধ্যানধারণা থেকে বাঁচতে পারে না। এ কারণে শয়তানের ধোঁকা থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিবাহ সর্বোত্তম সহায়ক। এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, যখন সন্তানসন্ততি উপযুক্ত বয়সে পৌঁছে যাবে তখন অভিভাবকদের কর্তব্য হচ্ছে বিনা কারণে তাদের বিবাহের ক্ষেত্রে বিলম্ব না করা। উপযুক্ত বয়সে পৌঁছার পর অভিভাবকদের শিথিলতার কারণে সন্তানদের দ্বারা যে-সকল গুনাহ সম্পাদিত হবে তার দায় অভিভাবকদের ওপরও বর্তাবে।

একটি ভুল চিন্তা

প্রকৃতপক্ষে যখন আমরা শরিয়ত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হব, তখনই আমাদের জন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। আর যতক্ষণ আমরা শরিয়তকে উপেক্ষা করে চলব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা গুনাহের ফাঁদ

---

১৫. *আল-মুজামুল আওসাত*: ৬/৩৪৮; *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*: ৪/২৫৫

১৬. *মুসনাদু আহমাদ*: ২১৪৮৮; *মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক*: ১০১৮৭; *আল-ইলালুল মুতানাহিয়া*: ৯৯৯

থেকে বেরিয়ে আসতে পারব না। বর্তমানে তো পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছে যে, এখনো বড় মেয়েরই বিয়ে সম্পন্ন হয়নি অথচ ছোট চার মেয়েও বিয়ের উপযুক্ত হয়ে বসে আছে। কোনো কোনো পরিবারে দেখা যায় মেয়ের আকদ সম্পন্ন করে অভিভাবকগণ ভাবেন, এখনই এত তাড়াহুড়ার কী আছে, আগামী বছর বিয়ে উঠিয়ে পরে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হবে। কিংবা আরও দুয়েক বছর যাক, তারপর না হয় মেয়ে স্বামীর সংসারে যাবে।

এটা বড়ই ভুল চিন্তা। বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর নানারকমের উপঢৌকনের বন্দোবস্ত বা বিশাল করে অনুষ্ঠান আয়োজন করার অপেক্ষায় এমনটা করা একদমই উচিত নয়। শরিয়ত তো বিয়ের জন্য এসব উপঢৌকন, অনুষ্ঠান ইত্যাদির শর্তারোপ করেনি। বরং এ ক্ষেত্রে শরিয়তের নির্দেশনা তো হচ্ছে উপযুক্ত প্রস্তাব মিলে গেলে যত দ্রুত সম্ভব হয় নিজের দায়িত্ব আদায় করে দাও। মনে রাখতে হবে, রসম-রেওয়াজের ঊর্ধ্বে উঠে শরিয়তের চাহিদা পূরণ করার মাঝেই কল্যাণ নিহিত।

বিবাহের গুরুত্ব

একটা কথা ভালোভাবে বুঝে নিন, যেখানে বিবাহ বন্ধ থাকবে সেখানে ব্যভিচারের দরজা খুলে যাবে। এজন্যই শরিয়ত বিবাহের গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। আজকে যে সমাজে বিবাহকে বর্জন করা হয়েছে, অর্থাৎ যে সমাজে মানুষেরা বিবাহ থেকে দূরে সরে থাকছে, আপনি দেখবেন সেই সমাজে মানুষেরা জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য অশ্লীলতার আখড়া জমিয়ে বসেছে। যৌবনের তাড়নায় মানুষগুলো যেন পশুদের কাতারে নেমে এসেছে। কিন্তু শরিয়ত এটা অপছন্দ করে যে, মানুষ গুনাহের মাঝে ডুবে থেকে জীবন অতিবাহিত করবে। আর তাই শরিয়তে বিবাহকে সহজ করা হয়েছে এবং এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা বিবাহের মাধ্যমে নিজেদেরকে পূতপবিত্র রাখো। যদি বিবাহের বিধান না থাকত তাহলে পুরুষেরা নারীদেরকে নিছক খেলার বস্তু মনে করে নিত। নারীদের জন্য মর্যাদার কোনো অবস্থান থাকত না। তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো কাউকে পাওয়া যেত না। কিন্তু শরিয়ত বিবাহের বিধানের মাধ্যমে মানুষের জৈবিক চাহিদা থেকে নিয়ে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ এবং নারীদের ইজ্জত, সম্মান ও জিম্মাদারির পুরো বিষয়টাকে একটা সুন্দর ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে এসেছে।

ব্যভিচার ও বিবাহের মাঝে পার্থক্য

ব্যভিচার হচ্ছে শুধু যৌন চাহিদা পূরণের নাম। পক্ষান্তরে শুধু জৈবিক চাহিদা পূরণের নামই বিবাহ নয়। বরং বিবাহের মধ্যে স্ত্রীর পূর্ণ জিম্মাদারি গ্রহণ করতে হয়। তার মোহর আদায় করতে হয়। ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হয় এবং স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তার সম্পদের উত্তরাধিকার বিবেচিত হয়। মনে রাখবেন, যেখানে মানুষের জীবনে ইনসাফ থাকে না সেখানেই মানুষ বিবাহকে ভয় করে। কেননা তারা নারীদেরকে নিছক খেলনাস্বরূপ ব্যবহার করতে চায়। বিবাহকে বর্জন করে নারীদের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকতে চায় এবং নারীদের দ্বারা শুধু নিজেদের যৌন চাহিদা চরিতার্থ করার পাঁয়তারা করে বেড়ায়।

ফ্রান্সের এক ইঞ্জিনিয়ারের ঘটনা শুনুন, শুধু এই বিষয়টা বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে তার বক্তব্য শোনাচ্ছি। নইলে এমন কথা উচ্চারণ করারও উপযুক্ত নয়। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব পরিদর্শনের কাজে এক মাসের জন্য কোনো স্থানে গেল। একদিন কথাবার্তার মাঝে সেখানকার স্থানীয় একজন মজাক করে তাকে বলল, আপনি যে দীর্ঘ এক মাসের জন্য এখানে চলে এসেছেন, দেশে আপনার গার্লফ্রেন্ড কি এতদিন আপনার অপেক্ষায় থাকবে? এমনও তো হতে পারে এই এক মাসে সে অন্য কাউকে খুঁজে নিয়েছে। ফ্রান্সের ইঞ্জিনিয়ার জবাব দিলো,

> Women are like buses, if you miss one take another one.
>
> নারীরা হচ্ছে বাসের মতো, তুমি যদি একটা মিস করো অন্য আরেকটা পেয়ে যাবে।

আসতাগফিরুল্লাহ! যে সমাজে পড়ালেখা করা শিক্ষিত মানুষের এরূপ মানসিকতা, সেখানে নারীদের মর্যাদার কী অবস্থা! ইউরোপ-আমেরিকায় নারীরা নিজেরাই নিজেদের মর্যাদাকে নষ্ট করে দিয়েছে।

একবার পড়াশোনা করা আমেরিকার এক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সন্তানাদি কতজন? আমি তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনার সন্তান কতজন? আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলতে লাগলেন, আমি তো এখনো অবিবাহিত। আমি বললাম, আপনাকে দেখে তো বেশ বয়স হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, বর্তমানে আমার বয়স ৫২ বছর। আমি অবাক হয়ে

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, ভালো চাকরিও করছেন, বয়সও হয়েছে, তাহলে বিয়ে করছেন না কেন? তিনি মুচকি হেসে জবাব দিলেন,

> If you can get milk in the market, there is no need to have a cow in your house.
>
> যদি আপনি বাজারেই দুধ কিনতে পেয়ে যান, তাহলে আপনার নিজ বাড়িতে গাভি থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।

চিন্তা করুন, যেখানে একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এমন চিন্তা লালন করে সেখানে নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার কতটা সয়লাব!

ইসলাম এই নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার কঠোর বিরোধিতা করেছে এবং এর বিপরীতে লজ্জা-শরম ও পবিত্র জীবনযাপনের শিক্ষা দিয়েছে। আসলে বিবাহ তো হচ্ছে জীবনসঙ্গিনী গ্রহণ। শরিয়তের দৃষ্টিতে যে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী ও সহযোগী। স্বল্প সময়ের আনন্দ উপভোগের কোনো খেলনা তো নয়ই।

বিবাহের সংবাদ প্রচার করা

যখন বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায় তখন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ হচ্ছে,

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ.

বিবাহের ঘোষণা করো।[১৪]

হাদিস শরিফে বিবাহের ঘোষণা করার কথা বলা হয়েছে, যাতে করে মানুষের মাঝে বিবাহের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ যাতে বুঝতে পারে যে, আজ থেকে অমুক যুবক-যুবতী পরস্পর স্বামী-স্ত্রী হিসাবে জীবনযাপন করবে। গোপন বিবাহ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আজকাল তো অনেক জায়গায় লোকেরা 'মুতা' বিবাহের নামে ব্যভিচারকে বৈধতার রূপ দিয়ে নিয়েছে। যেখানেই ব্যক্তি বিবাহের কথা গোপন রাখে বুঝতে হবে সেখানে কোনো না কোনো গড়বড় রয়েছে। এরূপ গোপন বিবাহের দ্বারা নারীরা নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত ও নির্যাতিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এজন্য উত্তম হচ্ছে জুমুআর দিন আসরের নামাজের পর মসজিদে বিবাহ সম্পন্ন করা। কেননা এই দিনে মসজিদে

---

১৪. *মুসনাদু আহমাদ*: ১৪১৩০; *সহিহ ইবনে হিব্বান*: ৪০৬৬

অনেক লোক উপস্থিত থাকে। এতে করে সহজেই বিবাহের সংবাদ ছড়িয়ে যায়। সেইসাথে অনেক নেককার নামাজি মানুষের দুআও লাভ হয়।

মসজিদে বিবাহের ফায়দা

মসজিদে বিবাহের মাঝে এক বিশেষ বরকত রয়েছে। ঘরে বিবাহ সম্পন্ন করার সময় আপনি দেখবেন, কিছু লোক নিজেদের মতো গল্পেসল্পে মগ্ন আছে। কেউ কেউ বসে বসে সিগারেট টানছে। কেউ ছবি তোলায় ব্যস্ত। মোটকথা উপস্থিত অনেক মানুষের অন্তর তখন গাফেল থাকে। অথচ বিবাহের মুহূর্তটা এমন এক সময় যখন দুজন মানুষের নতুন জীবন সূচনার ভিত্তি রচনা করা হচ্ছে। আর এই মুহূর্তে নতুন জীবন শুরু করতে যাওয়া দম্পতি দুআর মুখাপেক্ষী। মানুষ একটা নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময়ও দুআর গুরুত্ব বোঝে। কিন্তু বিবাহের সময় এসব বিষয় থেকে উদাসীন হয়ে থাকে। এজন্য ঘরে ও মসজিদে সম্পন্ন হওয়া দুই বিবাহের মাঝে আকাশ জমিন পার্থক্য দেখা যায়। কোথায় গাফেলদের পরিবেশ, আর কোথায় ফেরেশতাদের বাগান! মসজিদে বিবাহের সময় যেসব লোক উপস্থিত থাকে তারা অধিকাংশই ইবাদতগোজার, নামাজি ও নেককার বান্দা। বেনামাজি আত্মীয়স্বজনরাও যখন বিবাহের জন্য মসজিদে প্রবেশ করে, তখন এখানে তারা কেউ সিগারেট টানতে থাকে না। কানে হেডফোন দিয়ে গান শোনায় মজে থাকে না। কেননা এটা মসজিদ। এখানে প্রবেশের পর মুসলমান বান্দার অন্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে আল্লাহ অভিমুখী হয়ে যায়। এমন পরিবেশে আকদ সম্পন্ন করার সময় এমনিতেই অন্তর থেকে নবদম্পতির জন্য দুআ আসতে থাকে। বিবাহ-পরবর্তী জীবনে এই দুআ ও পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সর্বাধিক বরকতময় বিবাহ

বিয়েশাদির ক্ষেত্রে আজকাল যেসব রসম-রেওয়াজের তোয়াক্কা করা হয়, এগুলো দ্বীন-ইসলামের শিক্ষা নয়। ইসলাম কখনো আমাদেরকে এরূপ শিক্ষা দেয়নি। বরং এগুলো দ্বীনহীনতার ফলাফল। ইসলামে তো সাদামাটা ও স্বল্প খরচের বিবাহকে পছন্দ করা হয়েছে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَئُونَةً.

সর্বাধিক বরকতময় বিবাহ হচ্ছে যাতে খরচ কম হয়।[১৬]

অর্থাৎ, যে বিবাহে লৌকিকতা যত কম হবে, যতটা সহজে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা যত বেশি কম হবে, সেই বিবাহ তত বেশি বরকতময় হবে। এই বরকতের বদৌলতে স্বামী-স্ত্রীর জীবনেও সুখস্বাচ্ছন্দ্য আসবে এবং তাদের দাম্পত্যজীবনে বরকত নেমে আসবে।

পক্ষান্তরে যে বিবাহে নানারকমের রসম-রেওয়াজ, বাহারি সাজসজ্জা, বিলাসবহুল আড়ম্বরতা, অর্থসম্পদের অপচয় ও শরিয়তবিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত হবে, এই সবকিছু আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ হবে। এসবের বেবরকতি ও মন্দ প্রভাব নবদম্পতির ওপরেও পড়বে। তাদের দাম্পত্যজীবনের সূচনা হবে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে। বস্তুত শরিয়তবিরোধী এসব কার্যকলাপের কারণেই মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে তো সম্পন্ন করে, কিন্তু দেখা যায় দুদিন পরই মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে আসে। বর্তমানের অবস্থা এমন, যেন বিবাহের আসল প্রাণ উড়ে গেছে, শুধু মৃত দেহটুকু বাকি আছে।

সৌভাগ্যবান ব্যক্তি

এটা একটা স্বীকৃত বাস্তবতা যে, যে ব্যক্তির উত্তম জীবনসঙ্গিনী মিলে যায় অবশ্যই সে সৌভাগ্যবান। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, চারটি জিনিস এমন রয়েছে, যে ব্যক্তিকে তা প্রদান করা হলো সে যেন দুনিয়া-আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ লাভ করল। যথা :

১. জিকিরকারী জিহ্বা। অর্থাৎ, যে ব্যক্তির জবানে সর্বদা আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারিত হতে থাকে। এরূপ ব্যক্তি কখনো আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকতে পারে না। নিঃসন্দেহে এটা অনেক বড় একটা নেয়ামত।

২. শোকরগোজার অন্তর। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারাও অনেক বড় একটা নেয়ামত। বর্তমানে মানুষদের অবস্থা তো এই যে, সারাক্ষণ আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের মাঝে ডুবে থাকে, নেয়ামত ভোগ করতে করতে চুল পেকে যায়, কিন্তু অন্তরে আল্লাহ তাআলার প্রতি এতটুকুও কৃতজ্ঞতার অনুভূতি জাগ্রত হয় না। কথায় বলে, 'যার খাও, তার গীত গাও।' সুতরাং আমাদের আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

---

১৬. *মুসনাদু আহমাদ*: ২৪৫২৯

৩. কষ্টসহিষ্ণু শরীর। যার শরীর যেকোনো কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত, সফলতা তার দোরগোড়ায়। কথায় আছে, 'সুস্থ দেহেই সুস্থ বুদ্ধির বিকাশ হয়।'

৪. নেককার স্ত্রী। অর্থাৎ এমন স্ত্রী যে স্বামীর সম্পদ ও নিজের পবিত্রতার ক্ষেত্রে আমানত রক্ষা করে। নিঃসন্দেহে এমন স্ত্রী লাভ করা বড় সৌভাগ্যের বিষয়।[১৭]

হাদিস শরিফে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেককার স্ত্রীকে উৎকৃষ্ট সম্পদের মধ্যে গণ্য করেছেন, যে স্ত্রী স্বামীর দ্বীনদারির ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করে।[১৮]

পাত্রী নির্বাচন

ইসলামি শরিয়ত বিবাহের বিষয়টি কেবল যুবক-যুবতীর ওপর ছেড়ে দেয়নি। বরং ইসলাম এ কথা বুঝিয়েছে যে, বিবাহ শুধু দুটি সত্তা বা দুটি দেহের মিলন নয়। বরং বিবাহের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন দুটি বংশ পরস্পরের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলে।

সাধারণত যুবক বয়সে জীবন সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা কম থাকে। এই বয়সে যুবক-যুবতীদের মাঝে একধরনের জজবা কাজ করে। কোনো বিষয়ের পরিণাম সম্পর্কে ভাবার মতো স্থিরতা তাদের মধ্যে থাকে না। ছোট-বড় সকল বিষয়ে হুটহাট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। ফলে তাদের একক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করা যায় না। পক্ষান্তরে পিতামাতা যেহেতু জীবনের দীর্ঘ একটা সময় অতিবাহিত করে এসেছে এবং সাংসারিক জীবনের নানা বিষয় সম্পর্কে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাই শরিয়তের মানসা হলো পিতামাতা সন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর সন্ধান করবে। প্রথমে অভিভাবকগণ সকল বিষয়ে যাচাই-বাছাই করবেন, এরপর ছেলেমেয়েদের থেকেও তাদের অভিমত গ্রহণ করা হবে। এভাবে অভিভাবকদের নির্বাচন ও ছেলেমেয়ের সম্মতিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। যখন সকলে মিলে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন তাতে সকলেরই সন্তুষ্টি থাকবে এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। এভাবে বিবাহ সম্পন্ন হলে, ইনশাআল্লাহ তাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেও রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হবে।

---

১৭. *বাইহাকি*: ৪৪২৯; *আল-জামিউস সগির*: ৯১২; *আল-মুজামুল আওসাত*: ৭২১৭

১৮. *সুনানুত তিরমিজি*: ৩০৯৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ*: ১৮৫৩

কাফের রাষ্ট্রগুলোতে যুবক-যুবতীরা নিজেদের ইচ্ছামতো বিবাহ করে ফেলে। সেখানে অভিভাবকদের কোনো অংশগ্রহণ থাকে না। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। বিবাহের পূর্বে এক-দুই বছর পরস্পর একসাথে সময় কাটিয়েও পরবর্তী সময়ে বৈবাহিক জীবন স্থায়ী হয় না। অল্প কিছুদিন পরেই সংসার ভেঙে যায়। স্বামী-স্ত্রী ডিভোর্সের মাধ্যমে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। কখনো এর জন্য মামলামোকদ্দমা পর্যন্ত চলতে থাকে। জীবনের আনন্দ চলে যায়, নিদ্রা উড়ে যায়। জীবন যেন নরকে পরিণত হয়।

এজন্যই শরিয়তে কুফুর (পাত্রপাত্রী সমপর্যায়ের হওয়ার) প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং সন্তান বিবাহের বয়সে পৌঁছার পর উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর সাথে তাদের বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য অভিভাবকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লাভ ম্যারেজ নয়, বরং লাভ আফটার ম্যারেজ

বর্তমান বিশ্বে 'লাভ ম্যারেজ' শব্দটা ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। যুবক-যুবতীরা ভালোবাসার নামে বিয়ের আগেই পরস্পরের সাথে অবাধে দেখাসাক্ষাৎ ও মেলামেশা করে। অনেকে বিয়ের পূর্বেই পরস্পর একসাথে অবস্থান (লিভ টুগেদার) করতে থাকে। ইসলামি শরিয়তে লিভ টুগেদারের নামে নারী-পুরুষের বিবাহপূর্ব মেলামেশাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষা হচ্ছে 'লাভ আফটার ম্যারেজ'। অর্থাৎ বিবাহের পর নিজ হালাল স্ত্রীকে যত খুশি ভালোবাসো। তার জন্য নিজের সবটুকু উজাড় করে দাও। বরং নিজ স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের বিনিময়ে ইসলাম নেকির ঘোষণা করেছে। সুবহানাল্লাহ!

বিবাহের ক্ষেত্রে মানুষ যে চারটি বিষয় লক্ষ রাখে

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে নারীদেরকে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারি। সুতরাং তুমি দ্বীনদারিকেই প্রাধান্য দেবে, অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১৯]

প্রথম বিষয় সম্পদ

হাদিস শরিফে প্রথমেই সম্পদের কথা বলা হয়েছে। মানুষ যখন দেখে যে, মেয়ের বাবা যথেষ্ট বিত্তশালী তখন সেখানে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মানুষের মাঝে সম্পদের লোভ এত বেশি যে, মোটা অঙ্কের যৌতুকের প্রস্তাব পেলে আর কোনো দিকে তাকায় না। ডান-বাম না দেখেই রাজি হয়ে যায়। মেয়ের বাবাও সবার আগে ছেলের সম্পদের খবর নেয়। ছেলে সম্পৎশালী হলে আর কোনো কথা নেই। বিনাবাক্যে মেয়েকে তার হাতে তুলে দেয়। যে বিবাহের বুনিয়াদই হচ্ছে লোভ-লালসার ওপর তাতে আর কতটুকু সুখশান্তির আশা করা যায়? শুরু থেকেই এক বেবরকতি নবদম্পতির পেছনে লেগে থাকে।

দ্বিতীয় বিষয় বংশমর্যাদা

দ্বিতীয়ত মানুষ পাত্রপাত্রীর বংশীয় মর্যাদা দেখে বিবাহের জন্য অগ্রসর হয়। কখনো শুধু বংশীয় মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে অনেক ভালো ভালো প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পরিবার আগ থেকেই নির্ধারণ করে রাখে যে, অমুক অমুক বংশ ছাড়া আমরা আমাদের ছেলেমেয়েকে বিবাহ করাব না। আর যদি কোনো উচ্চবংশীয় প্রস্তাব মিলে যায় তাহলে তো অনেক সময় ছেলেমেয়ের চারিত্রিক বিষয়াদি ও আচারব্যবহারের খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। তাড়াহুড়া করে বিবাহ সম্পন্ন করে ফেলে, পরে আবার এমন প্রস্তাব হাতছাড়া না হয়ে যায়।

তৃতীয় বিষয় সৌন্দর্য

অর্থাৎ ছেলেমেয়ের বাহ্যিক সৌন্দর্য ও শোভনতার দিকে লক্ষ করে বিবাহ করানো হয়। বিশেষত নারীদের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের দিকটি খুব বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু যেখানে শুধু চেহারার সৌন্দর্যকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়, তারা কি কখনো ভেবে দেখে যে, চেহারার সৌন্দর্য আসলে কতদিন থাকে? বয়স বাড়ার সাথে সাথে চেহারার সৌন্দর্য এমনিতেই বিলীন হয়ে যায়। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সংসার সুখের হয় পারস্পরিক বোঝাপড়া ও উত্তম

---

১৯. *সহিহ বুখারি*: ৫০৯০; *সহিহ মুসলিম*: ১৪৬৬

গুণাবলির বদৌলতে। কখনো কখনো তো সৌন্দর্যের অহংকার সংসার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমানের যুবকেরা মেয়েদের বাহ্যিক রূপ ও চেহারার সৌন্দর্য দেখেই মরিয়া হয়ে যায়। শুরুতে তো চেহারার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, কিন্তু বিবাহের পর যখন একত্রে বসবাস করতে থাকে তখন তার আচারব্যবহার ও স্বভাবচরিত্র সামনে আসতে থাকে। বিবাহের পর খুব ভালোভাবেই বুঝে আসে যে, শুধু চেহারার সৌন্দর্য কখনো সুখ আনতে পারে না। কিন্তু এখন বুঝে আর কী লাভ?

اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت

এখন আফসোস করে কী হবে বৎস!

যখন চড়ুই খেয়ে গেছে খেতের শস্য।

চতুর্থ বিষয় দ্বীনদারি

হাদিস শরিফে চতুর্থ যে বিষয়টির কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, ছেলেমেয়ের দ্বীনদারি। অর্থাৎ নেককার, মুত্তাকি, পর্দানশিন ও দ্বীন পালনের আগ্রহের প্রতি লক্ষ রেখে বৈবাহিক সম্পর্ক করা। হাদিসের শেষাংশে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, বিবাহের ক্ষেত্রে দ্বীনদারিকেই সবার আগে ও সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে। বরং দ্বীনদারির ওপর ভিত্তি করেই বিবাহ সম্পন্ন করা হবে। তাহলেই দাম্পত্যজীবন সফল হবে। সংসারে নেমে আসবে অপার্থিব সুখ।

বস্তুত নম্রতা, ভদ্রতা ও উত্তম চরিত্র এমন বিষয়, যেগুলো সময়ের সাথে সাথে ব্যক্তি থেকে বিলীন হয়ে যায় না। বরং দিনে দিনে তা আরও বৃদ্ধি পায়। এ কারণে চারিত্রিক গুণাবলির ওপর ভিত্তি করে যেসব বিবাহ সম্পন্ন হয় সেখানে মুহাব্বতের প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়। রূপসি স্ত্রীর দিকে তাকালে হয়তো স্বামীর চোখ তৃপ্তি লাভ করে। আর নেককার স্ত্রীর দিকে তাকালে স্বামীর অন্তর খুশি হয়ে যায়। মন প্রশান্তিতে ভরে যায়। তাই শুধু চোখের তৃষ্ণার চেয়ে মনের প্রশান্তিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا ؛ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.